শিক্ষকের জন্মগত গুণাবলী

আমরা জানি যে প্রত্যেকে বংশানুক্রমিক ভাবে কিছু গুণ নিয়ে জন্মায়, পরিবেশের সঙ্গে সেই গুণগুলির সংযোগে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক নানা বৈশিষ্ট্যের সমাহার একজন মানুষ। শিক্ষকের জন্মগত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ শিক্ষকতার জন্য উপযোগী বৈশিষ্ট্য হল তাঁর শারীরিক ক্ষমতা।

জন্মগত গুণ

শিক্ষকতার কাজ খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাই সুশিক্ষকের প্রধানতম গুণ হবে তাঁর সুস্বাস্থ্য। তিনি যে দেখতে অপরূপ হবেন, এমন কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না, তবে তাঁর চেহারায় যদি আকর্ষণীয় কিছু গুণ থাকে, তবে তা শিক্ষার্থীদের মনে প্রভাব বিস্তার করবে। শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাঁর চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকলে, তবেই তাঁর পক্ষে শিক্ষকতার কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

শারীরিক

শারীরিক সুস্থতা সুশিক্ষকের প্রাথমিক গুণ কারণ সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের নিবাস। এই প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে সুশিক্ষকের ইন্দ্রিয়গুলি পরিমার্জিত হবেই কারণ ইন্দ্রিয়বর্গই জ্ঞান আহরণের উপায় স্বরূপ। শ্রেণী কক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখতে হলে, শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও বাক্‌যন্ত্র যেন ত্রুটিশূন্য হয়। তিনি ঠিকমত শুনবেন, দেখবেন এবং কথা বলবেন স্পষ্ট উচ্চারণে—এ সুশিক্ষকের আবশ্যিক গুণ। তাঁর কাজ তো প্রতিটি ছাত্রের আচরণগুলিকে লক্ষ করা, তাদের কথাবার্তা অনুসরণ করা ও সেইমত তাদের পরিচালনা করা। কথা বলার ধরনে যদি আড়ষ্টতা থাকে, উচ্চারণ যদি অস্পষ্ট হয়, তবে তিনি শিক্ষকতা করবার উপযোগী হতে পারেন না। তাঁর চলাফেরা, শোনা, দেখা, কথা বলা সব কিছু যেন অত্যন্ত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হয়—এটি শিক্ষকতার প্রাথমিক শর্ত। উপনিষদীয় যুগে শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠারম্ভে প্রার্থনা করতেন—'আমরা যেন কান দিয়ে ভালো কথা শুনি, চোখ দিয়ে ভালো জিনিস দেখি এবং সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেবতাদের হিতজনক কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারি।' ইন্দ্রিয়ের দ্বারই আমাদের সমস্ত জ্ঞানরাজির উৎস স্বরূপ, তাই জ্ঞান সাধনায় ব্রতী সুশিক্ষকের ইন্দ্রিয়গুলি পরিমার্জিত হবে—এমনই আকাঙ্ক্ষিত।

মানসিক

শরীরের পরেই আসছে মানসিক সুস্থতার প্রসঙ্গ। মানসিক প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান ধরন হল জানা বা বোঝা, অনুভব করা ও কর্মে প্রয়োগ করা। এই জানা বা বোঝার জন্য প্রয়োজন উন্নত বুদ্ধি অর্থাৎ উচ্চ I.Q.। সুশিক্ষক হতে গেলে বুদ্ধিশক্তি যথেষ্ট উন্নত হতে হবে। আমরা জানি বুদ্ধি অনেকগুলি শক্তির সমাহার (sumtotal of all the qualities of an individual) এবং এই বুদ্ধিশক্তিও জন্মগত অর্থাৎ অর্জিত নয়। বৌদ্ধিক দিক থেকে উন্নত না হলে কারুর পক্ষেই জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হওয়া সম্ভব নয় এবং শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের দায়িত্ব বহন করাও অসম্ভব। তাই উন্নত বুদ্ধি শিক্ষকের একটি আবশ্যিক গুণ।

Mimesis

বুদ্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মানসিক গঠনের আবশ্যিক অঙ্গ প্রক্ষোভমূলক দিক। প্রক্ষোভ তো জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সংখ্যায় বাড়ে, সমন্বিত হয়, সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে—এই ভাবে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সব কিছুর বিকাশ সম্ভব হয়। প্রাক্ষোভিক আচরণেও শিক্ষক কিন্তু অবশ্যই সঙ্গতিসম্পন্ন (balanced and adjusted) হবেন। তাঁর প্রাক্ষোভিক আচরণ যদি সুসংহত, পরিশীলিত না হয়, তাহ'লে তিনি কখনও সুশিক্ষক হতে পারবেন না। এই সুসংহত বা অসংহত আচরণের প্রভাব এসে পড়বে শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে, কারণ শিক্ষক যে আচার্যও, তাঁর আচরণ ধারাই সঞ্চারিত হবে নতুন প্রজন্মে। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি শব্দ খুব প্রচলিত শব্দ—তাহল Mimesis-এর অর্থ হল শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকেই জ্ঞান আহরণ করে, সঞ্চালিত হয় শিক্ষকের অনুভূতি শিক্ষার্থীর মধ্যে ও শিক্ষকের কাজকর্মও অনুকরণ করে শিক্ষার্থী। তাই Mimesis তিন ভাবে কাজ করে—ভাবনার সঞ্চালন (transfer of thought), অনুভবের সঞ্চালন (transfer of feeling) এবং কাজের সঞ্চালন (transfer of action)। এগুলিকে বলা হয় suggestion, sympathy and imitation. সেইজন্য শিক্ষকের আবশ্যিক গুণগুলি হবে তার উন্নত মেধা, সুসংহত আবেগ ও অপরিসীম কর্মপ্রেরণা। তাঁরই দ্বারা উৎসাহিত হবে, অনুপ্রাণিত হবে তাঁর শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী হবেন, কর্মতৎপর হবেন, বিনয়ী হবেন ও সর্বোপরি শ্রদ্ধাবান হবেন। বিষণ্ণ ব্যক্তিত্ব, অলস ও নিরুদ্যম ব্যক্তি কখনও জীবন গঠনের সহায়ক হতে পারেন না। তাঁর মধ্যে সদর্থক মনোভাব অর্থাৎ positive attitude থাকতেই হবে। আবেগমূলক সংহত অবস্থাই আকাঙ্ক্ষিত sentiment-এর জন্ম দেয়, sentiment গুলি সংগঠিত হলে তবে সুস্থ অস্মিতাবোধ বা আত্মমর্যাদাবোধ (self-regarding sentiment) গড়ে ওঠে। এর মধ্যে থেকেই সুসংহত নৈতিক চরিত্র তৈরি হয়। সুশিক্ষক অবশ্যই নৈতিক দিক থেকে বলিষ্ঠ চরিত্রের হবেন। তাঁর মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, নিয়মনিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা, সুস্থ জীবনবোধ না থাকলে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিবোধ, আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবেন না। সত্য, শিব, সুন্দরের পূজারী হবেন তিনি। তিনিই শিক্ষার্থীর অন্তরের সম্পদ এর সন্ধান পাবেন ও সেগুলির নিষ্কাশনে সহায়তা করবেন ও গুণগুলির প্রতিপালনে ব্রতী হবেন। নান্দনিক বোধ বা সৌন্দর্য চেতনা তাঁকে শিক্ষার্থীর সৃজনমুখী কাজে উদ্‌বোধিত করবে, অনুপ্রেরণা জোগাবে। শিক্ষকের আর এক নাম তাই অনুপ্রেরণা (Inspiration)। আজ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে এমন সুশিক্ষক না থাকলে কখনও সুস্থ, সবল, আত্মপ্রত্যয়ী, সৎ ও সুনীতি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠতে পারে না। সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি মূল্যবোধ-সম্পৃক্ত শিক্ষক নিযুক্ত না হন। তাই শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি হল সুস্থ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন একটি প্রকৃত মানুষের সন্ধান করা।

প্রকৃত মানুষ তো গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজে। শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সামাজিক মানুষ, পাঠ্যক্রম সমাজেরই প্রতিচ্ছবি ও বিদ্যালয় সমাজেরই ফসল। তাই শিক্ষককে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

সামাজিক

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও পরিবর্তনশীলতা ও নমনীয়তা থাকা উচিত। শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ প্রথম হয় তার পরিবার পরিমণ্ডলে, পরে হয় বিদ্যালয়ের পরিবেশে। তাই শিক্ষক সামাজিকবোধ সম্পন্ন না হলে তিনি শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণে সহায়তা করতে পারবেন না। পাঠ্যক্রমিক নানা কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজ পরিচিতিতে সাহায্য করবেন। সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লক্ষ্যাভিমুখী করাই শিক্ষকের কাজ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, সামাজিক রীতিনীতি সব কিছু শিক্ষকের নখদর্পণে থাকা উচিত, না হলে তাঁর পক্ষে শিক্ষার প্রধানতম কাজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন সম্ভব হবে না। শিক্ষার্থীকে তার দেশের কথা, জাতির কথা জানতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশ ও জাতি সম্বন্ধেও তাকে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। আজ বিশ্বায়নের বাতাবরণে শিক্ষককে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের সমাজ-সেবায় অনুপ্রাণিত করবেন। সমাজ যেমন তাকে নানাভাবে বেড়ে ওঠার উপাদান জোগাচ্ছে, শিক্ষার্থীও যেন সমাজের কাছে তার ঋণ স্বীকার করে। শিক্ষক হবেন এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আমাদের ভারতীয় জাতীয় মূল্যবোধ গুলি সম্বন্ধে শিক্ষক নিজে যেমন সচেতন হবেন, তাঁর শিক্ষার্থীদের ও তিনি ওইগুলি সম্পর্কে সচেতন করবেন। সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৌভ্রাতৃত্ব বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই সমান ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন —এই আকাঙ্ক্ষিত। সামাজিক নানা সমস্যা মোকাবিলা করবার সামর্থ্য শিক্ষকের থাকা আবশ্যক। নেতৃত্ব করবার মানসিকতা তাঁর থাকতে হবে। তবে নেতৃত্ব সব সময়েই সত্য সম্পৃক্ত হওয়া উচিত, অর্থাৎ নেতা হওয়া মানে ক্ষমতার আগ্রাসন নয়। যিনি নেতা হবেন, তিনি যেন তাঁর কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হন। শিক্ষকের সামাজিকতার গুণটিই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে, শিক্ষার্থীকে সহাবস্থানের সুযোগ করে দেয়। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনেকখানিই অর্জিত বা **acquired**, কারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তো সমাজ-পরিবেশেই।

রসবোধ

শিক্ষকতা কাজটির জন্যে যে গুণটি বিশেষভাবে উপযোগী, তাহল শিক্ষকের রসবোধ **(sense of humour)**। রসবোধ না থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনটিকে স্পর্শ করতে পারবেন না। শ্রেণীকক্ষে শুষ্ক তথ্য বিতরণের মাঝে মাঝে যদি শিক্ষক রসিক মনোভঙ্গির পরিচয় দেন, তখন শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর কাছে অনেকখানি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শেখা ও শেখানোর একঘেয়েমি অনেকখানি কেটে যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কও সহজ হয়ে ওঠে।

মানবিক গুণ

এই গুণগুলি ছাড়াও শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যেমন শিক্ষক কল্পনাপ্রবণ হবেন, স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকারী হবেন, ক্ষমাশীল হবেন ও তার তিতিক্ষা থাকবে। এগুলি সবই মানবিক গুণ। মর্যাদাবোধের সঙ্গে এগুলি যুক্ত হলে একটি পূর্ণ সমন্বিত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিক্ষক এই গুণগুলির অধিকারী হলে শিক্ষারূপ কাজটি অনেক সাবলীল গতিতে চলতে পারে।

শিক্ষকের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটি [illegible] হল—শিক্ষকের সমস্তগুণই কি জন্মগত না অর্জিত? সেই সূত্র ধরেই [illegible] অর্জিত (acquired) গুণগুলির বিশ্লেষণ করব।

আমরা আগেই বলেছি। শিক্ষকতা সবার জন্য নয়। শিক্ষক তিনিই হবেন যিনি [illegible] শিক্ষার্থীদের ভালোবাসবেন ও এই কাজটির প্রতি যিনি সশ্রদ্ধ হবেন। এই প্রসঙ্গে খলিল জিব্রানের কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। তাঁর **'Prophet'** বইটিতে রয়েছে এই কথাগুলি "একজন শিক্ষক বললেন শিক্ষা নিয়ে বলুন। তিনি উত্তর দিলেন—সে বিদ্যার সম্ভার [illegible] তোমার ভিতরেই আধো-ঘুমন্ত তা ছাড়া অন্য কিছু কেউ পারবে না তোমার কাছে প্রকাশ করতে। মন্দিরের ছায়ায় গুরু পদচারণা করেন শিষ্যদের নিয়ে, তিনি যা দান করেন, তা পাণ্ডিত্য নয়—তাঁর বিশ্বাস ও প্রেম।" তাই ভালোবাসা দিয়ে ভরে তুলতে হবে শিক্ষকের কাজকে। শিক্ষকতা কোনো মানুষের পেশা হতে পারে না, এটিকে গ্রহণ করতে হবে একটি মহান ব্রত হিসেবে।

এতক্ষণ যে গুণগুলির আলোচনা আমরা করলাম, সেগুলি তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া শিক্ষকতার জন্য কিছুগুণ শিক্ষককে অর্জন করতে হয়। সে গুলি এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তু।

দুটি ভূমিকা

শিক্ষককে দুটি ভূমিকা পালন করতে হয়—একটি **শ্রেণীর কক্ষে**, আর একটি **বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে**, কারণ তাঁর কাজ বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে কখনও সীমিত হতে পারে না।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের কাজে শিক্ষককে তিনটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রথমটি হল—কাকে শেখানো হবে? **দ্বিতীয়টি হল—কী শেখানো হবে?** আর তৃতীয়টি হল—**কেমন করে** শেখানো হবে? অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জানবেন, বিষয়টিকে জানবেন ও বিষয়টিকে শ্রেণীকক্ষে পরিবেশনের পদ্ধতিটিও জানবেন। তাই শিক্ষক হবেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর কাজ বহুমুখী।

অর্জিত গুণাবলী

বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান

প্রথমত, শিক্ষকের তাঁর বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। তিনি তাঁর পড়ানোর বিষয়টি যদি পুরোপুরি না জানেন, তাঁর চিন্তার ভাবনার স্তরে যদি বিষয়ের সবকিছু না পৌঁছায় তাহলে শেখানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি জ্ঞানের পথের পথিক হবেন, তবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে জানবার ইচ্ছাকে উদবোধিত করতে পারবেন। যে দীপ জ্বলে না, সে তো অন্য দীপকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে না, তাই **তিনি জানবেন সব কিছু তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত** পর্যন্ত আর অকাতরে সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার বিতরণ করবেন, এই হল শিক্ষকের ব্রত। আজ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে অভূতপূর্ব জ্ঞান বিস্ফোরণ হচ্ছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হচ্ছে চারিদিকে। শিক্ষককে সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়টির সম্পর্কে জানলেই শুধু চলবে না, শিক্ষককে শিক্ষার্থীর জানতে হবে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, শিক্ষার্থীকে সামাজিক করে তোলা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি জানতে হবে। শিক্ষার্থীর জন্মসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হবেন, প্রয়োজনে তাকে আ পথে চালনা করবার জন্যে তাকে সংশোধন করবেন। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক দিক, তার চাহিদা, আগ্রহ, রুচি, **সব কিছু বিষয়ে শিক্ষকের জানবার আগ্রহ থাকবে**, এগুলির ওপর করেই শিক্ষার্থীকে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালনা করবেন। শিক্ষক শুধু বিতরণ করবেন না, তিনি শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিবৈষম্য তাকে আত্ম-শিখন ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। তাই কী পড়াবেন, অর্থাৎ বিষয়টি শিক্ষককে যেমন জ্ঞান থাকবে, তেমনি যাকে পড়াবেন, তার বিভিন্ন দিকের খবর ও রাখবেন, কারণ শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর সমস্ত পরিবেশটির নিয়ামক।

শিক্ষার্থীকে
জানবেন

তৃতীয়ত, এর পর আসবে **কেমন করে পড়াবেন?** সেই প্রশ্ন। এখানেই প্রশিক্ষণের প্রসঙ্গ স্বভাবতই উঠবে। প্রথমে বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ অনুযায়ী সাজাবেন, ভাগ করবেন প্রতিটি ক্লাস অনুসারে, তার পরে **মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে** শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পুরোনো অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর, তাদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুটির অবতারণা করবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অনেক শিক্ষক হয়তো বিষয়টি জানেন, কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মতন করে পরিবেশন করতে পারেন না। শিক্ষাদানের **কতকগুলি নীতি** সম্পর্কে তাঁর ওয়াকিবহাল হতে হবে। যেমন, জানা থেকে অজানায় যাওয়া—, মূর্ত বস্তু থেকে অমূর্ত ভাবনায় যাওয়া, পরিচিত থেকে অপরিচিতে যাওয়া। আজ শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের বিশেষ ধারা বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জোগাচ্ছে তাই নয়, শেখা ও শেখানোর প্রক্রিয়া এই সব নানা মাধ্যমের সাহায্যে অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে। **শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার যোগ্য মাধ্যম গুলির মধ্যে উল্লেখ্য কম্প্যুটার, programmed text, interactive video** (যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ে নিজেদের শিক্ষণীয় বিষয়টি ঘিরে প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছে) **motion pictures, slides, tapes, TV cassettes, film-strips, ছাপানো উপকরণ, audio charts, over-head projection slides** ইত্যাদি। শিক্ষককে তাঁর বিষয়বস্তু, শ্রেণীকক্ষটির অবস্থা, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা এবং নিজেরও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সব মাধ্যমগুলির মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা থাকতে হবে। এই মাধ্যমগুলির ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষককে জানতে হবে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওইগুলিকে মেলাতে হবে এবং তারপর তাঁর কাজ হবে প্রতিটি নির্দেশনা (**instruction**) ব্যক্তি শিক্ষার্থীর মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বৌদ্ধিক দিক অর্থাৎ যুক্তি, বিচার ইত্যাদির সাহায্যে সে যেমন

পদ্ধতি

পদ্ধতির
উপকরণ

রে, তেমনি তার অনুভূতি পর্যায়েও বিষয়টির পৌঁছনো দরকার। হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক
না হলে কোনো শেখা বা শেখানোই সফল হয়ে ওঠে না।

উপযুক্ত প্রশ্ন করা (questioning) শিক্ষায় প্রযুক্তির প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত একটি
দিক। প্রশ্নগুলি কেমন হবে, কেমন করে প্রশ্নগুলি শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন
করতে হবে সে সম্পর্কেও শিক্ষকের যোগ্যতা থাকা খুব প্রয়োজন।

মূল্যায়ন

শিক্ষায় প্রযুক্তির (Technology in education) অর্থ তো যান্ত্রিক কোনো
নয়, শিক্ষার বিষয়টিকে বাস্তবক্ষেত্রে মনোজ্ঞ করে তোলা। বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ছোট
প্রকল্প (project) তৈরি করা যায়, ছোট ছোট দল নিয়ে সেমিনার, workshop
দির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়েও শিক্ষকের পরিচালন ক্ষমতা থাকতে হবে।

শেখানোর পর আসে অভীক্ষা, মূল্যায়নের কথা। প্রশ্নপত্র তৈরি করা, উত্তর পত্র দেখা,
উত্তরপত্রগুলিকে মান অনুযায়ী চিহ্নিত করা শিক্ষকেরই কাজ—এর

শৃঙ্খলা

জন্য দক্ষতা থাকতে হবে, বা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক এ বিষয়ে
ন আহরণ করবেন ও বাস্তবে প্রয়োগ করবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে **শৃঙ্খলা** রক্ষার দায়িত্ব তো শিক্ষকেরই, তাই তাঁকে আগে আত্মশৃঙ্খলা
পরায়ণ হতে হবে, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, দায়বদ্ধতা, সত্য
নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণগুলি সঞ্চার করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের **কল্পনা শক্তি**, সৃজনীপ্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষকের কর্তব্য
শিক্ষাপরিবেশে গান বাজনা, অভিনয়, আঁকা, নানা শিল্পকর্ম, খেলাধুলো, বিতর্ক সভার
আয়োজন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বিদ্যালয় তো একটি সমাজ-আদর্শায়িত (ideal-
ised) সমাজের প্রতিচ্ছবি, তাই বিদ্যালয় পরিবেশ সমাজের সমস্ত বাঞ্ছনীয় ও শিক্ষণীয়
দিকগুলির চর্চায় ব্যাপৃত থাকবে, এ বিষয়ে শিক্ষকের সদর্থক মনোভাব থাকা দরকার।

শিক্ষককে বিদ্যালয়ের **প্রশাসনিক কাজেও** (administrative aspect) অংশগ্রহণ
করতে হয়, তাই তিনি শিক্ষাপ্রশাসন বিষয়টির সম্পর্কেও সচেতন হবেন। প্রধান শিক্ষক
(Head master) সমগ্র বিদ্যালয়টির সার্বিক দায়িত্বভার বহন করেন, কিন্তু সহ-শিক্ষকদের
এই দায়িত্বের নানা দিকের আংশিক দায়িত্ব নিতে হয়।

সুশিক্ষক জন্মগত ও অর্জিত গুণের সমষ্টি—(A teacher is both born and made)
এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে কারণ, জন্মগত গুণগুলি আরও উন্নত হয় প্রশিক্ষণের দ্বারা।

এতক্ষণ আলোচনার পর শিক্ষকের আবশ্যিক গুণাবলী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
গেল যে তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, বুদ্ধিমান, প্রাক্ষোভিক দিক থেকে সুসংহত,
কর্মতৎপর, উৎসাহী, রসিক, মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানসাধক, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন
ও শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার জন্য সুশিক্ষকোচিত সব গুণগুলির অধিকারী সামাজিক
সচেতনতা যুক্ত নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবেন। এইবার তাঁর আবশ্যিক
কিছু কাজ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

শিক্ষকের কাজ

(Functions of a Teacher)

শিক্ষকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর আবশ্যিক কিছু কাজের কথাও এসে গিয়েছে। **প্রথাযুক্ত (Formal)** শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষে ও বিদ্যালয় পরিবেশে তাঁর কাজের সীমা নেই—একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাঁর কাজের পরিধি শুধু বিদ্যালয় পরিবেশে সীমাবদ্ধ নেই, তাঁর কাজ সমাজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।

আজ বিশ্বায়নের বাতাবরণে, তথ্যপ্রযুক্তির আবহে, সমাজ-সংস্কৃতির নিত্য পরিবর্তনশীল পরিমণ্ডলে শিক্ষক সম্প্রদায়ের দায়বদ্ধতার পরিমাপ মাত্রা ছাড়া। ভারতের মত উন্নয়নশীল (developing) দেশগুলিতে সামাজিক সমস্যা অনেক। সেই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, কুসংস্কার ইত্যাদি।

জনসংখ্যা সীমিত করবার জন্য সরকারি নানা প্রকল্প রয়েছে, শিক্ষকের কাজ **Population Education**-কে সার্থক করে তোলা। সরকারি নানান উদ্যোগকে সমর্থন করা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। দারিদ্র্যের মূল কারণ **নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও বেকার সমস্যা**। ভারতীয় সংবিধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বৈষম্য নিরপেক্ষ সবার জন্য সার্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা। খুবই দুঃখের বিষয় আজও স্বাধীনতা পাবার পর প্রায় ছয় দশক হতে চলল—এখনও এই প্রতিশ্রুতি ফলপ্রসূ হয়নি। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে খানিকটা সুফল দেখা গেলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে **নিরক্ষতা থেকে গেছে**। আবার, **শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় (wastage) এবং অনুন্নয়ন (stagnation)**-এর হারও ক্রমবর্ধমান। এই Drop out-এর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শিক্ষালয়গুলির দুরবস্থা, পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি, শিক্ষকদের ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম ইত্যাদি। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের পরিধির বাইরে—এগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে **প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে**। **বয়স্ক শিক্ষা** (adult education) খুবই উপযোগী—এ বিষয়ে সমাজ-সচেতন শিক্ষক উদ্যোগী হবেন। শিক্ষার্থীদের বাবা-মা যদি সন্তানদের জন্যে, তাদের শিক্ষা দেবার কাজে সচেতন না হন, তাহলে তো নিরক্ষরতা দূরীকরণ বা Drop-out-এর সংখ্যা কমানো সম্ভব নয়। **সুইস শিক্ষক Pestalozzi** অনাথ শিশুদের জন্য, পশ্চাদ্‌পদ গ্রামবাসীদের ছেলেদের জন্য, বয়স্কদের জন্যও কার্যকরী বিদ্যার, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের **শ্রীনিকেতন**, গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্যও ছিল পল্লীসংগঠন গ্রামাঞ্চলের বঞ্চিত বালক/বালিকার জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাদের উন্নত করা এবং তাদের জীবনে স্বনির্ভর করে তোলা। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজ ছিল গ্রামে

নিরক্ষতা দূর করা

গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে শুধু বিদ্যা বিতরণ নয়, তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন করে তোলা। শিক্ষার বিস্তার শুধু সরকারের দায়িত্বে থাকলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুণ শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়, তাই **শিক্ষকদের** এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এবং উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রয়োজনমত শিক্ষার কাজে সহায়তা করার বিষয়ে দায়বদ্ধ করে তোলার কাজও শিক্ষকদের। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী তাদের অবসর সময়ে একজন করে কাউকে যদি সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব নেয় (Each one Teach one) তবে নিরক্ষরতা অনেকাংশে কমে যাবে। শিক্ষকের কাজ যেমন নির্দেশনাকে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া (individualisation of instruction), তেমনি তাঁর কাজ শিক্ষার্থীকে সামাজিক করে তোলা (socialisation of the child)। **গণতান্ত্রিক আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা, কুসংস্কার দূর করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা, জাতীয় সংহতি বিষয়ে সকলকে সচেতন করা। আন্তর্জাতিক বোঝা পড়ায় সহায়তা করা** শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আজ শিক্ষিত/অশিক্ষিত সর্বস্তরে **বেকারসমস্যা** একতীব্র আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে শিক্ষক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন **পেশামূলক প্রশিক্ষণে** শিক্ষার্থীদের সহায়তা করাও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থীদের **প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তাদের বৃত্তি নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও শিক্ষকই হবেন প্রধান নির্দেশক (Counsellor)। Career** বেছে নেবার কাজে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে সুপরামর্শ পাবে। বেকার সমস্যার জন্যে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা, মানসিক অবসাদ খুব দেখা যাচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দক্ষ নির্দেশনার কাজও করতে হবে।

পরিবার শিক্ষার্থীর প্রথম এবং প্রধান শিক্ষালয়। তাই পরিবার-এর সঙ্গে বিদ্যালয়ের, এবং বাবা-মা'র সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকার সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক, যাতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ব্যাহত না হয়। এ বিষয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

পরিবার, বিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থাগুলি যেমন, **রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা, গণমাধ্যমগুলি** ইত্যাদির সঙ্গে **শিক্ষকদের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, অন্ততঃপক্ষে, এগুলি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা থাকতে হবে।** তিনি হবেন **শিক্ষার্থীর, সমাজের সমগ্র পরিমণ্ডলের নিয়ামক**—তাই শিক্ষার্থীর, সমাজের বিভিন্ন দিক গুলি সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

সেবা

শিক্ষকের গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষকের **সেবামূলক মনোভাব** বাঞ্ছনীয়—এ কথা বলেছি। দরিদ্র, অবহেলিত, দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সেবা শিক্ষার একটি অঙ্গ হওয়া উচিত। দুর্ভিক্ষ, মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের নিত্য সঙ্গী। এই সব অঞ্চলে শিক্ষককুলের কাজ হবে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা শিক্ষার্থীদের সেবা কাজে উদ্‌বোধিত করা। বিদ্যালয়ে N.S.S. প্রকল্প রয়েছে। তেমনি বিদ্যালয়ের বাইরেও কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শিক্ষক

(ছ) আজ বিশ্বায়নের পটভূমিতে শিক্ষকের আকাঙ্খিত গুণাবলী।

(জ) প্রযুক্তির যুগে শিক্ষকের কাজ।

৮। 'শিক্ষা দ্বিমেরু বিশিস্ট প্রক্রিয়া।' (a bi-polar process)—এই দুটি মেরু কে কে [illegible] করছেন।

৯। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে শিক্ষকের কর্তব্য।

১০। সামাজিক প্রগতিতে শিক্ষকের ভূমিকা কি?

১১। 'শিক্ষক সারাজীবন জ্ঞান পথের সাধক হবেন—উক্তিটির তাৎপর্য নির্ণয় কর

১২। শিক্ষকের এক নাম অনুপ্রেরণা—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

১৩। সুশিক্ষকের মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অপরিহার্য—তুমি এই উক্তি সমর্থন করো? এর পক্ষে ও বিপক্ষে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।

১৪। শিক্ষক-প্রশিক্ষণেণ গুরুত্ব বিচার করো।

সেবামূলক দল গঠন করতে পারেন।সমাজসেবা ছাড়াও সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখা ও প্রজন্মান্তরে সেই ঐতিহ্যগুলিকে সঞ্চালিত করা শিক্ষকেরই কাজ। সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলির সমন্বয়ন বিনোদনমূলক কাজ কর্মের মধ্যে দিয়েই অনেক বেশি কার্যকরী হয়। সংস্কৃতি চর্চার দ্বারাই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মেলবন্ধন অনুভব করে। সমাজ সংহতি (social cohesion) নিয়ে আসাই শিক্ষার কাজ, শিক্ষকের কাজ।

সামাজিক ঐতিহ্য

আজ সামাজিক-তথা-সার্বিক জীবন পরিবেশে কোনো শান্তি নেই। আমরা প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি বলে কলুষতা শুধু বাতাসে নয়, মানুষের মনের গহনে বাস করছে। পরিবার ভাঙছে, শিশু, কিশোর, কিশোরী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। পথ দেখানোর মতন কেউ নেই। তাদের ইচ্ছার অবদমন বা কঠোর শাস্তি কখনও মুক্ত শৃঙ্খলা আনতে পারে না। আজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কঠোর দণ্ড বা শাস্তি দিতে দেখা যাচ্ছে।শিক্ষাবিদরা বলেন—শাস্তি দেবার প্রবণতা তখনই আসে যখন শিক্ষক/শিক্ষিকা অক্ষম হয়ে পড়েন। ('Infliction of punishment is the teacher's failure') রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ, সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।" (আশ্রমের শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ)। শিক্ষকের উচিত সর্বত্র আত্মশৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখা।

সর্বোপরি শিক্ষকই হবেন সমস্ত শিক্ষাপরিবেশের, সমাজের কর্ণধার। আজ বিশ্বনাগরিকত্ব মানুষের অধিকারের মধ্যে পড়ে। তাই শিক্ষকের কাজ সীমাহীন। তিনি সমাজকে যোগ্য নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর দার্শনিক ভাবনা, মানবিকতা তাঁকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সকলের অত্যন্ত নিকট জন বলে চিহ্নিত করবে সমাজের কাছে, জাতির কাছে, বিশ্বের দরবারে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি আহ্বান করতেন সকলকে বিদ্যা লাভের জন্য 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।' এই আহ্বানের মূল সুরটি বাঁধা ছিল ত্যাগে, তিতিক্ষায়, বিদ্যার ঐশ্বর্যে। বিশ্বশিক্ষা নিকেতনে ভারত আদর্শ হোক—এমনই প্রত্যাশায় আমাদের পথ চলার গতি নিরবচ্ছিন্ন হয়ে উঠুক।

প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান কোথায়? তোমার মতে একজন আদর্শ শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা উচিত? এই প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষকের কার্যাবলী আলোচনা করো।

(ক.বি. জেনারেল, ২০০২, ২০০২)

২। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য আছে কি? সেগুলি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।

৩। সুশিক্ষকের জন্মগত বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি?